বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২)

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পটভূমি

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন" প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে এবং দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় ও বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গনে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে সরকার সহকারী জজ/ সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন বিচারককে "লিগ্যাল এইড অফিসার" হিসেবে পদায়ন করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সরকারি আইনি সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

১. সংস্থার রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলী

১.১ রুপকল্প (Vision)

সবার জন্য সমান বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন অনুসারে গরিব জনগণকে উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা;
খ. আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি;
গ. আইনগত সহায়তা বিস্তারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম;
ঘ. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মামলাজট হ্রাস এবং
ঙ. আইনগত শিক্ষা বিস্তার।

১.৪ কার্যাবলী (Function)

ক. ন্যায় বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;
খ. আর্থিকভাবে অসচ্ছল,সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরুপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;
গ. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলাজট হ্রাস করা;
ঘ. আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
ঙ. আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;
চ. আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা;
ছ. জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;
জ. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি,জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটির কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলী সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

ঝ. আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঞ. আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

ট. উপর্যুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা।

২. গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ৬৪ টি লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ০২ টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারের মাধ্যমে সারাদেশে আইনী সেবা প্রদান করছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,২২,৬৮৭ (এক লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত সাতাশি) জন সুবিধাভোগী জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র মাধ্যমে সরকারি আইনগত সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে।

৩. আইনগত পরামর্শ প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচার প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০"এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ কলসেন্টার থেকে ২৬,৩২৩ জন ব্যক্তি আইনগত পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছর	জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার থেকে আইনী পরামর্শ গ্রহণকারীর পরিসংখ্যান				
	নারী	পুরুষ	শিশু	তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
	৫,৩৯৯	২০,২৮৩	৬৩৩	৮	২৬,৩২৩ জন

সরকারি আইনগত সহায়তায়
জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার

১৬৪৩০

শুধু কলসেন্টার নয়, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং শ্রমিক আইন সহায়তা সেল কার্যালয়সমূহ থেকেও আইনী পরামর্শ প্রদান করা হয়। আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৪ অনুসারে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় যেকোন ব্যক্তি আইনী পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৫৮,৬৮৩ জন ব্যক্তি আইনী পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছে।

৪. মামলা দায়ের

ক. লিগ্যাল এইড অফিসঃ

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলার জজকোর্ট/চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আদালতে স্থাপিত লিগ্যাল এইড অফিসসমূহের মাধ্যমে ফৌজদারী, দেওয়ানী, পারিবারিক ও অন্যান্য মামলাসহ মোট ২৬,৬৯৩ টি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

খ. সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসঃ

২০১৫ সালের পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে শুধুমাত্র জেল আপীল মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দেওয়ানী আপীল, দেওয়ানী রিভিশন, ফৌজদারী আপীল, ফৌজদারী রিভিশন, লিভ টু আপীল, রীট, জেল আপীল প্রভৃতি মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ১১৮টি মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

গ. শ্রমিক আইন সহায়তা সেলঃ

বিগত ২০১৩ সালে দুর্ভাগ্যজনক রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল গঠন করে অসহায় শ্রমিকদের বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করছে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ দু'টি সেল থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৫৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

লিগ্যাল এইড মামলা দায়ের সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ বছর	কার্যালয়	লিগ্যাল এইড মামলা দায়েরের সংখ্যা
২০২০-২০২১	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	২৬,৬৯৩ টি
	সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১১৮ টি
	শ্রমিক আইন সহায়তা সেল	৫৫৮ টি
	মোট	**২৭,৩৬৯ টি**

৫. লিগ্যাল এইড মামলা নিষ্পত্তি

ক. লিগ্যাল এইড অফিসঃ

৬৪টি লিগ্যাল এইড অফিস থেকে সরকারি খরচে নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ফৌজদারী, দেওয়ানী, পারিবারিক ও অন্যান্য মামলাসহ মোট **১৫,০৮৯ টি** লিগ্যাল এইড প্রদানকৃত মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

খ. সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের সিভিল রিভিশন ৮টি, ক্রিমিনাল আপীল ১টি, রীট পিটিশন ১টি, এবং জেল আপীল ৮টি সহ সর্বমোট **১৮টি** লিগ্যাল এইড মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

গ. শ্রমিক আইন সহায়তা সেলঃ

ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল থেকে সরকারি খরচে নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে **১০০ টি** লিগ্যাল এইড প্রদানকৃত মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

লিগ্যাল এইড মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ বছর	কার্যালয়	লিগ্যাল এইড মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২১-২০২২	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	১৫০৮৯ টি
	সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৮ টি
	শ্রমিক আইন সহায়তা সেল	১০০ টি
	মোট	**১৫,২০৭ টি**

৬. কারাবন্দীদের আইনগত সহায়তা প্রদান

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২১-২২ অর্থ বছরে কারাগারে আটকে থাকা **৯,৫৪৯ জন** অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে।

৭. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (এডিআর)

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সারা বিশ্বে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধীয় পক্ষগণের সম্মতিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি। বাংলাদেশে সু-দীর্ঘকাল যাবৎ মিমাংসা মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালত ব্যতীত আইনসম্মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দৃশ্যমান ছিল না। আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রথম আইন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যা মিমাংসা বা মধ্যস্থাতার মাধ্যমে পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২০১৩ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাশ হওয়ার মাধ্যমে ২০১৩ সালের ৬২ নং আইন বলে ২১ (ক) ধারা এ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খ্রি: তারিখে "আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫" প্রজ্ঞাপন জারী করে। এ আইন ও বিধিমালার আওতায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মামলা দায়ের করার পূর্বে এবং চলমান মামলায় উভয় ক্ষেত্রেই আপোষ মিমাংসা মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে মধ্যস্থততার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জেলা লিগ্যালে এইড অফিসসমূহ বিকল্প পদ্ধতিতে মধ্যস্থততার মাধ্যমে ৩৬,০৯৫ জন সুবিধাভোগীকে এডিআর এর সুফল প্রদানের মাধ্যমে ৩১,০২,৯৬,৫৪৮/- (একত্রিশ কোটি দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচ শত আটচল্লিশ) টাকা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষে আদায় করতে সক্ষম হন। এ বছর লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থায় সফল বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তীতে এডিআর উপকারভোগী পক্ষগণ আদালত থেকে ১,১০১ টি চলমান মামলা উত্তোলন করে।

৮. উচ্চ আদালতে আইনগত সহায়তা

২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে "সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যালে এইড অফিস" বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে বার কাউন্সিলের সন্নিকটে স্থাপন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস ১৮৭৭ জন ব্যক্তিকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে, উচ্চ আদালতের ১১৮ টি মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করে।

৯. শ্রমিক আইন সহায়তা সেল

অসহায় শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সাল থেকে ঢাকায় শ্রম আদালত ভবনে স্থাপন করা হয় শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালে চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয় আরেকটি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল ২৪৪১ জন অসহায় শ্রমিককে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে, ৫৫৮ টি শ্রম মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করে এবং শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে ৫৪০ টি মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করে অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে ৯৫,৭১,৯১০/- (পঁচানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত দশ) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

১০. সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অংশ হিসেবে গুণগত মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নিজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় লিগ্যাল এইড অফিসার, সংস্থার কর্মকর্তাগণকে দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন, লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট, আইসিটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা, মেডিয়েশন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। **২০২১-২২** অর্থবছরে ৬৫২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১১. লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের নয়, পাশাপাশি দক্ষ কর্মচারী গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অংশ হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন সমগ্র দেশের ৫৭৮ জন কর্মচারী-কে সংস্থা নিজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ও ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চাকুরী ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

১২. আইনগত সহায়তা বিষয়ে প্যানেল আইনজীবী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্যানেল আইনজীবী'র ভূমিকা অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ। প্যানেল আইনজীবী যদি যথাযথ দায়িত্বের সাথে অসহায় বিচারপ্রার্থীর মামলা আদালতে উপস্থাপন করেন তাহলে গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্যানেল আইনজীবীদের দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারাদেশে ৭২৭ জন প্যানেল আইনজীবী এ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে।

১৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (২০২১-২০২২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

এক নজরে

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছর

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ (২০২১-২২ অর্থ বছর)

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	২৮০৪২	২৬৬৯৩	৩৬০৯৫	৯০৮৩০	৩১,০২,৯৬,৫৪৮/-
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৮৭৭	১১৮		১৯৯৫	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি-"১৬৪৩০"	২৬৩২৩			২৬৩২৩	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	২৪৪১	৫৫৮	৫৪০	৩৫৩৯	৯৫,৭১,৯১০/-
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা				**১,২২,৬৮৭**	**৩১,৯৮,৬৮,৪৫৮/-**

সার্বিক চিত্র

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান		বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা (প্রি ও পোস্ট-কেইস)			হট লাইনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান (জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত)	আইনি সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ আদায় (প্রি ও পোস্ট-কেইস) (টাকায়)
		আইনি সহায়তা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	আইনি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	এডিআর এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধের সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা			
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	২১৮৯৪	২৭৮৮	২১১৬					২৪৬৮২	
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস (৬৪ টি)	১২৮৪১৯	৩১৯২৭৮	১৫৩৮৭৬	৬৮১৪১	৬০৪০৫	১০৮০১৫	১৭৩২৮	৫৭৩০৪০	৯০,৭৭,৭১,৫১৬/-
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১৮২২১	৪০৭০	৪২৩	৩১২৪	১৭৫৮			২৫৪১৫	৬,০৩,০৩,৭৯২/-
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি- “১৬৪৩০”	১৪৫১৬৬							১৪৫১৬৬	
মোট	**৩১৩৭০০**	**৩২৬১৩৬**	**১৫৬৪১৫**	**৭১২৬৫**	**৬২১৬৩**	**১০৮০১৫**	**১৭৩২৮**	**৭,৬৮,৩০৩ জন**	**৯৬,৮০,৭৫,৩০৮/-**